উদ্ভাবনী উদ্যোগ--২০২৫

ক্রমিক	উদ্যোগের নাম	দপ্তর/সংস্থা	উদ্ভাবনী উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৫	৬
১	‘জনতার বাজার’	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের বাজারমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করে জনজীবনে স্বস্তি আনয়নের লক্ষ্যে সরকারী খাস জমিতে জেলা প্রশাসনের উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'জনতার বাজার' প্রস্তাবিত ন্যায্যমূল্যের বাজারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ: (ক) জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর-সংস্থার সহযোগিতায় বাজার পরিচালিত হচ্ছে (খ) দেশের যে স্থানে যে পণ্যের দাম তুলনামূলক কম সেখান থেকে পণ্য সংগ্রহ ও পরিবহন করে সরাসরি ঢাকায় নিয়ে আসা হচ্ছে (গ) ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবহন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় উদ্যোক্তা/ছাত্র-জনতাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে (ঘ) প্রতিটি পণ্য জেলা প্রশাসন/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করা হবে। ক্রয়মূল্যের সাথে প্রকৃত পরিবহন খরচ এবং উদ্যোক্তাগণকে প্রদেয় যৌক্তিক মুনাফা যোগ করে ন্যায্যভাবে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে (ঙ) যে কোন চাষী, খামারি বা উৎপাদনকারী উৎপাদিত নিজস্ব পণ্য সরাসরি উক্ত বাজারে বিক্রয় করতে পারছেন (চ) হিসাব সংরক্ষণ ও সার্বিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যার নির্মাণ করা হবে; যাতে প্রতিটি পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য অনলাইনে প্রদর্শিত হবে। (ছ) মধ্যস্বত্বভোগী ইচ্ছামত পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে বিপুল পরিমাণ মুনাফা হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ বন্ধ হয়েছে।	

ক্রমিক	উদ্যোগের নাম	দপ্তর/সংস্থা	উদ্ভাবনী উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৫	৬
২	**ACPS** **“Automated Compensation Payment System”** অথবা **“স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যবস্থা”**	**জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা**	**“Automated Compensation Payment System”** অথবা **“স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যবস্থা”** হলো ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসন ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি অনলাইন সফটওয়্যার। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ৪ ধারা ও ৭ ধারা নোটিশ প্রাপ্তির পর আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। ৮ ধারার নোটিশ এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তরা অবগত হওয়ার পর ACPS এর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ এর আবেদন অফিসে না এসেই করতে পারবেন। ACPS এর মাধ্যমে তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অনলাইনে দাখিল করতে পারবেন, যা কতৃপক্ষ যাচাইবাছাই করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারবে। এতে ক্ষতিগ্রস্তদের ভোগান্তি কমবে। আবেদনকারী ও কতৃপক্ষ উভয়েই যেকোনো সময় আবেদন ও পেমেন্টের অগ্রগতি অনলাইনে দেখতে পারবেন। iBAS++ এর মাধ্যমে ব্যাংকিং ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের অর্থ সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাবে পাঠানো যাবে। কতৃপক্ষ সহজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিপোর্ট তৈরি করতে পারবেন, যা মনিটরিং ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।	
৩	**ঢাকা জেলার খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত/সরকারি সম্পত্তির সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরীকরণ**	**জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা**	সরকারি স্বার্থযুক্ত বিভিন্ন প্রকার ভূমি খাস, পরিত্যক্ত, অর্পিত, কোর্ট অব ওয়ার্ডস, অধিগ্রহণকৃত ভূমি, পাবলিক ইজমেন্টভূক্ত জমি, সায়রাতভুক্ত ভূমি, জলাশয়, খাল-বিল, নদ-নদী ইত্যাদির বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট তথ্য ক্যাটাগরিভিত্তিক উক্ত ডাটাবেজে বিন্যস্ত থাকবে। এ উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে www.landgovdhaka.gov.bd শীর্ষক অনলাইন ডাটাবেজ তৈরী করে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি মৌজার তথ্য এন্ট্রি করা হয়েছে। উপরোক্তভাবে সরকারি সম্পত্তির সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুফল পাওয়া যাবে:- ক) সিএস হতে শুরু করে হাল রেকর্ড পর্যন্ত সরকারি সম্পত্তির সমন্বিত নকশা বা পেন্টাগ্রাফ, সমন্বিত দাগসূচি ও সুনির্দিষ্ট সীমানা চিহ্নিত করা হবে। খ) গুগল ইমেজের লিংকের মাধ্যমে সরকারি প্লটসমূহের সুনির্দিষ্টভাবে অবস্থান জানা ও বাস্তব চিত্র দেখা যাবে। গ) নামজারিসহ ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য সফটওয়্যারের সাথে এই ডাটাবেজের সমন্বয় বা ইন্টিগ্রেশন করে নানাবিধ সুফল পাওয়া যাবে। ঘ) সরকারি সম্পত্তি দখল সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য জানা সম্ভব হবে এবং কোনো সম্পত্তি অবৈধ দখলে থাকলে তা সহজে শনাক্ত করে উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে। ঙ) সাবেক রেকর্ডে সরকারি স্বার্থ রয়েছে কিন্তু হাল রেকর্ডে ভুলভাবে ব্যক্তি নামে রেকর্ড হলে, তা	

ক্রমিক	উদ্যোগের নাম	দপ্তর/সংস্থা	উদ্ভাবনী উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৫	৬
			শনাক্ত করে সরকারি স্বার্থযুক্ত জমি উদ্ধারে ব্যবস্থা গ্রহণ ও মামলা করা যাবে। চ) ঢাকা শহরে অতিমূল্যবান বিপুল পরিমাণ খাস/সরকারি জমি থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছর বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার জন্য জমি অধিগ্রহণ বা অফিস ক্রয়/ভাড়া করতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। সকল খাস/সরকারি প্লট নিখুঁতভাবে শনাক্ত হলে পর্যায়ক্রমে চাহিদামাফিক জমি বরাদ্দ প্রদান করে সরকারি ভূমিতেই সরকারি/জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ সম্ভব হবে ফলে সরকারি অর্থের বিপুল সাশ্রয় হবে। ছ) প্রত্যেক প্লটের জন্য আলাদা ইউনিক আইডি থাকায় বিভিন্ন জরিপে তফসিল পরিবর্তিত হলেও উক্ত জমির অভিন্ন আইডির মাধ্যমে সহজেই প্লটটি শণাক্ত করা যাবে। জ) সিস্টেমটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে সেবাপ্রার্থী নাগরিকগণ নির্দিষ্ট ফি প্রদান করে (ফি'র সম্ভাব্য পরিমাণ ২০০/- হতে পারে) কোন জমিতে সরকারি স্বার্থ রয়েছে কিনা তার নির্ভূল তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এতে করে জমি ক্রয়কারী প্রতারণা ও জটিলতা থেকে রক্ষা পাবেন।	